দেশের মানুষ সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে মুক্তি চায়

<শেখ হুমায়ুন কবির>

একজন ব্যক্তির জীবনের স্বাভাবিক গতিপ্রকৃতি চলে তার মস্তিস্কের স্বাভাবিক ক্রিয়ার উপর। যদি কোন কারনে মানুষের মস্তিস্ক সঠিকভাবে কাজ না করে তাহলে সে পাগল বলে আখ্যায়িত হয় এবং তার নিজের উপর কোন প্রকার নিয়ন্ত্রন থাকেনা। সেই ব্যক্তি পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের একজন অপ্রয়োজনীয় ও মূল্যহীন ব্যক্তি বলে প্রতীয়মান হয়। তাকে সবাই উপেক্ষা করে চলে। আমি লিখছি আমাদের দেশ বাংলাদেশকে নিয়ে। পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ একটি উজ্জল সম্ভাবনাময় দেশ। সর্বকালে এদেশের মানুষ তাদের আত্মমর্যাদা ও অধিকার আদায়ে অবিস্মরনীয় ভূমিকা পালন করেছে। তার ধারাবাহিকতায় এদেশের জনগনের নিকট বিভিন্ন সময় ষড়যন্ত্রকারীরা হয়েছে পর্যুদস্ত।

এ দেশ অনেক ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আজ একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বিশ্বের দরবারে স্থান করে নিয়েছে। যেখানে সম্পদের কোন অভাব নেই অভাব আছে ভাল মানুষের, সৎ, নির্ভিক এবং দূর্নীতি থেকে মুক্ত মানুষের। এর থেকে পরিত্রান পেতে হলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। যদিও নকলের বিরুদ্ধে এদেশের মানুষ আন্দোলনে নেমেছে কিন্তু কতটুকু সফল হয়েছে তা দেখার বিষয়। কারন নকল ছাত্ররা করেনা নকল করে দূর্নীতিবাজ শিক্ষকরা। দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এমন কিছু শিক্ষক রয়েছে যারা ছাত্রদের নিজ হাতে নকল সরবরাহ করে এবং নকল করতে সাহায্য করে। তাহলে সে দেশের শিক্ষার উন্নতি কিভাবে সম্ভব। এ ধরনের প্রক্রিয়াও একদিনে সৃষ্টি হয়নি, সৃষ্টি হয়েছে পর্যায়ক্রমে। এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় রয়েছে এখনও বৃটিশদের ছোয়া। ইংরেজরা এদেশ ছেড়ে গেলেও তারা রেখে গেছে তাদের বিষাক্ত নিশ্বাস। সেই বিষাক্ত নিশ্বাসে নীল হয়ে যাচ্ছে আমাদের সমাজ নামের শরীর। কাল টাকার ছড়াছড়ি, সুদভিত্তিক অর্থনীতি, দূর্নীতি, পরিকল্পহীনতা, অপরিকল্পিত সমাজ ব্যবস্থ এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা এসব আজ আমাদের দেশকে ধ্বংসের দারপ্রান্তে নিয়ে যাচ্ছে। দূর্নীতে বাংলাদেশ পর পর কয়েকবার প্রথম স্থান দখল করেছে। এর থেকে মুক্তি লাভের কথা কয়েকজন অর্থনীতিবিদ বললেও তাদের কোন পরিকল্পনা তারা জাতির সামনে উপস্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহন করেননা। দেশের রাজনৈতিক ব্যক্তিরা তাদের বিপক্ষ রাজনৈতিক দলকে ঘায়েল করার জন্য বক্তব্য-বিবৃতিতে বার বার দূর্নীতিকে সামনে টেনে আনেন। এমনকি বিদেশে যেয়ে তারা রাজনৈতিক বিরোধীতার হীনস্বার্থে বাংলাদেশকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য কোন প্রকার মানসিক কষ্ট অনুভব করেন না। অথচ এই দূর্নীতি কিভাবে রোধ করা যায়, এর থেকে বাংলাদেশকে কোন পন্থায় বাঁচানো যায় তার কোন পরিকল্পনা কারো বক্তব্য থেকে আদৌ বের হয়না। এদেশের সর্বক্ষেত্রে দূর্নীতির ছোবল মারাত্মকভাবে সংক্রমিত হয়েছে। সামান্য একজন পিওন থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ পর্যায়ের সরকারী-বেসরকারী চাকুরীজীবিও দূর্নীতিগ্রস্থ। মস্তিস্ক যখন কার্যক্ষম নয় সেখানে শরীরের কি ক্ষমতা আছে কাজ করার। মানুষের ব্রেনকে বলা হয় নিয়ন্ত্রন কক্ষ, যেখান থেকে সে তার প্রয়োজনীয় কাজের অর্ডার দেয় শরীর তা পালন করে। দেশের উপর পর্যায়ের কর্মকর্তারা ডুবে আছে দূর্নীতির সাগরে। দেশের আমলারা দেশ পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে থাকেন, তাদের মাথা যদি থাকে দূর্নীতিগ্রস্থ তাহলে দেশের পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় দেশপ্রেমিক নাগরিকদের এখনই তা ভাবা উচিত।

দূর্নীতিগ্রস্থ শরীরটাকে যদি দূর্নীতি মুক্ত করতে হয় তাহলে প্রথমে নিয়ন্ত্রন কক্ষ নামে মস্তিস্ককে দূর্নীতিমুক্ত করতে হবে। আমলা থেকে শুরু করে সকল পর্যায়ের সরকারী-বেসরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ব্রেন ওয়াশ করে যদি দূর্নীতির পোকা বের করে দিয়ে তাদেরকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা যায় তাহলে সম্ভব। "একটি শিশু যখন মায়ের গর্ভ থেকে পৃথিবীতে ভূমিষ্ট হয় তখন তার মা-বাবার দায়িত্ব হয় তাকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করা। মা-বাবাই পারে তার সন্তানকে পরিপূর্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে।" একটুকর নরম মাটি দিয়ে যা ইচ্ছা তাই তৈরী করা সম্ভব কিন্তু মাটির টুকরটি যদি শুকিয়ে যায় তাহলে তা দিয়ে যা ইচ্ছা তাই তৈরী করা যায় না। সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পরে সন্তানকে তার মা-বাবা যে ভাবে তাকে শিক্ষা দেবে সে সেই ভাবেই বড় হয়ে উঠবে। তাকে যদি শিক্ষা দেয়া হয় দেশের কল্যানে কাজ করার তাহলে সে দেশের কল্যানে কাজ করবে, আবার যদি তাকে দূর্নীতির শিক্ষা দেয়া হয় তাহলে দূর্নীতি ছাড়া অন্যকোন আদর্শিক দিকে তার দৃষ্টি পড়বে না। পারিবারিক শিক্ষার পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাও একজন ব্যক্তিকে সঠিক ও আলোর পথ দেখাতে সাহায্য করে। তার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যদি তাকে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, দেশের প্রতি মমতাবোধ শিখায় তাহলে সে সেই পথে অগ্রহসর হবে। কিন্তু যদি তার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাকে অনৈতিকতার শিক্ষা দেয় তাহলে তার কাছ থেকে ভাল কিছু আশা করা বাতুলতা মাত্র। "তেতুল গাছ

লাগিয়ে তা থেকে আম যেমন আশা করা যায়না, তেমনি অনৈতিক শিক্ষা দিয়ে নৈতিক কিছু আশা করা যায়না। এর থেকে বেরিয়ে আসতে হলে প্রয়োজন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা আমুল পরিবর্তন। আলোকিত সুন্দর সমাজ ও দেশ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে যদি আমরা এ প্রক্রিয়ায় সঠিক পথে চলতে পারি তাহলে দেশ থেকে দুর্নীতি সমূলে উৎপাটন সম্ভব এবং দেশের উত্তরোত্তর উন্নতি হবেই। আরেকটি বিষয় উল্লেখ না করলে নয় তাহলো বেকার সমস্য। দেশে বেকার সমস্যার জন্যই দুর্নীতির প্রকোপ বেশী। শিক্ষাজীবনের শুরু থেকেই যদি কর্মমুখী শিক্ষা প্রচলিত থাকত তাহলে এদেশের মানুষ বেকার থাকতনা। বেকারত্ব ঘুচালেই দুর্নীতিও বিমুক্ত হয়ে যেত। তাই দুর্নীতি দূর করতেও কর্মমূখী শিক্ষার বিকল্প নেই।

আজ একটি উন্নত দেশ ও জাতি গঠনে বিশ্ব যখন এগিয়ে তখন এদেশ অনেক পিছিয়ে রয়েছে। অপসংস্কৃতির ছোবল যুবসমাজের চরিত্রকে করছে কলুষিত। রাজনৈতিকভাবে অশ্লীলতা, মদ, জুয়া, হিরোইন, ফেনিসিডিল, নগ্ন পত্রিকা ও বিজ্ঞাপন বন্ধের নামেমাত্র উদ্যোগ নেয়া হলে তা কার্যকারিতা পায়নি। এর ফলে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ বৃদ্ধিতে অভিভাবক মহল হচ্ছেন হতাশাগ্রস্থ। আমরা যখন দেশ নিয়ে ভাবছি, দেশের যুবসম্পদকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় ঠিক সেই সময়ে অশ্লিল, বেহায়াপনা এবং যুবসম্পদকে ধ্বংস করা যায় এরকম চক্রান্ত দেশের সর্বত্রই জালের মত বিস্তার করে আছে। স্যাটেলাইট চ্যানেলের বদৌলতে আমাদের দেশের যুব সমাজ এই পথে পা বাড়াচ্ছে। যেখানে বাংলাদেশের কোন টিভি চ্যানেল ভারতে নিষিদ্ধ সেখানে ভারতের টিভি চ্যানেল দ্বারা বাংলাদেশের সর্বত্রই ছেয়ে গেছে। আর এই সব টিভি চ্যানেলে কোন প্রকার নৈতিক শিক্ষামুলক প্রোগ্রাম প্রচার করা হয় না। তাই দেশের সাধারন জনগনের মত সরকারের নিকট আমাদেরও দাবী যেসব ভারতীয় চ্যানেল আমাদের দেশের যুব সমাজের জন্য ক্ষতিকর তা বন্ধ করার কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহন করুন। অন্যথায় এদেশের সম্পদ যুবসমাজ যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে দেশকে রক্ষা করা মত কোন শক্তিই কাজে আসবে না। একটি সুখী সমৃদ্ধশালী দেশ ও জাতি গঠনে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার পাশাপাশি যুবকদের নৈতিক শিক্ষার দিকে নজর রেখে অশ্লীলতা বন্ধের কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহন করা এখন আমাদের সময়ের দাবী। এদিকে দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নীতি নির্ধারকদের এখনই দৃষ্টি দেয়া সচেতন দেশবাসীর একান্ত আহবান।

দেশের নীতি নির্ধারকরা শুধু বক্তব্য-বিবৃতির মাঝেই সীমাবদ্ধ। তাদের কাছে দেশে মানুষের জন্য কোন ধরনের দিকনির্দেশনা মূলক পরিকল্পনা বের হয়ে আসে না। তারা কোন না কোন দলের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যস্ত, দেশের কথা নিয়ে ভাববে কখন। বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার যুগে বিশ্বের প্রতিটি দেশ যখন একের পর এক উন্নতির ধারা অব্যহত রেখে চলছে তখন আমার বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে আছে। এশিয়ার একটি দেশ জাপান। যে দেশ এখন তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিশ্ব দরবারে স্থান করে নিয়েছে। এর পিছনে একটা মর্মান্তিক ঘটনা তাদেরকে প্রযুক্তিতে এত উপরের আসার দৃঢ় সংকল্পে পরিনত করেছিল। ১৯৪৫ সালের ৬ আগষ্ট হিরোশিমা ও ৯ আগষ্ট নাগাশিকা পৃথিবীর ইতিহাসে এক মানবতা বিধ্বংসি, মর্মান্তিক স্মৃতির নাম। আমেরিকার আনবিক বোমা মেরে সম্পূর্নরূপে ধ্বংস করে দেয় এই শহর দুটিকে। এই মর্মান্তিক ঘটনা থেকেই জাপানীরা শিক্ষা নেয়। সেই থেকে জাপানীরা সংকল্প করে তাদেরকে তথ্যপ্রযুক্তিতে সেরা হতে হবে। তাদের সে সংকল্প আজ বৃথা যায়নি। জাপানের তৈরী ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী বিশ্বের বাজার সমূহে সমাদৃত। এবার জাপান প্রতিরক্ষামন্ত্রী ঘোষনা দিয়েছেন আমরা এখন পারমানবিক প্রযুক্তি অর্জন করতে পারি। জাপানীরা কঠোর পরিশ্রমী, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জরিপে দেখা গেছে প্রতিবছর কয়েক হাজার লোক মারা যায় কঠোর পরিশ্রমের কারনে। কঠোর পরিশ্রমী বলেই তারা এত উন্নত এবং প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধশালী।

এদেশ নিয়ে বারবার চক্রান্ত হয়েছে। দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্র, স্বদেশী রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের মুনাফেকী বৈশিষ্ট্য এবং আমাদের দেশের বিপুল সম্পদ আহরনের প্রতিযোগিতায় আর্ন্তজাতিক মাফিয়া গোষ্ঠী সুনির্দিষ্ট কৌশল অবলম্বন করে অস্থির রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরী করে চলেছে। দেশের সচেতন নাগরিক সমাজ গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে এ ষড়যন্ত্রের সাথে এ দেশের কিছু রাজনৈতিক দল ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন স্থানে বোমাবাজী, পরিকল্পিত হত্যাকান্ড, ভীতিকর পরিবেশ তৈরী করে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেয়ার ষড়যন্ত্র চালানো হচ্ছে। পরিকল্পিত এই ষড়যন্ত্রের নির্মূলে সরকারের আন্তরিকতা ও আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও এর বিস্তার রোধ করা যাচ্ছে না। সরকারের এই আন্তরিকতার পাশাপাশি ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে দ্রুত এবং যথাযথ পদক্ষেপ না নিতে পারায় তাদের এ তৎপরতা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে এবং দেশকে সংকটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ষড়যন্ত্রকারীদের তৎপরতার পর্যবেক্ষন বা অপেক্ষার নীতি না মেনে দেশের সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে অবিলম্বে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। স্বাধীন দেশের ভূমিতে বিদেশী গোয়েন্দা তৎপরতার অবাধ বিচরন স্বাধীনতার মৌলিক বৈশিষ্ট্যকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছে। অবিলম্বে এ

বিদেশী গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক ধ্বংস করে জনগনের নিরাপত্তা অধিক নিশ্চয়তার জন্য একটি শক্তিশালী ও দেশপ্রেমিক গোয়েন্দা কার্যক্রম শুরু করে দেশকে সংকট থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করা দেশপ্রেমিক জনগনের একান্ত চাওয়া।
দেশকে দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত করার প্রচেষ্টা বারবার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে। এর পিছনে রয়েছে দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্র, এক শ্রেনীর সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়িত্ব পালনে অবহেলা ও জবাবদিহিতার অভাব। এছাড়া একদল অর্থলোভী গোষ্ঠী দেশের রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে বৈদেশিক পন্য আমদানী ও নিষিদ্ধ পন্যের মাধ্যমে অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। বিদেশে নিয়োজিতদের উদ্দেশ্যে বর্তমান সরকারের উদ্যোগ ও পরিকল্পনা প্রশংসনীয় বলতে হয়। কিন্তু রাজনৈতি অস্থিরতা জনগনের স্বাভাবিক জীবনযাপন ব্যাহত করছে, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে।
সরকার সন্ত্রাস দমনে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহন করলেও পরবর্তীতে একটি ষড়যন্ত্রকারী মহলের অব্যাহত চক্রান্তের কারনে পরিপূর্ন সফলতা পাচ্ছেনা। আজও খুন, ছিনতাই, ধর্ষন ও সন্ত্রাস থেকে রাজপথে বিপন্ন হওয়া পর্যন্ত এধরনের অনেক ঘটনা ঘটছে। অবৈধ অস্ত্রের ব্যবহার ও চোরাচালানী দেশের শান্তিপূর্ন পরিবেশকে বার বার ব্যাহত করছে। আন্তর্জাতিকভাবে দেশকে হেয় প্রতিপন্ন করতে একটি কুচক্রীমহলের দেশী ও বিদেশী গোয়েন্দাগিরি ও মিথ্যা অভিযোগ উপস্থাপন করে বিদেশীদেরকে প্রভাবিত করছে।
এর থেকে পরিত্রান পেতে হলে চাই অর্থনৈতিক সাবলম্বিতা। আর এর জন্য প্রয়োজন নিজস্ব সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, ভারসাম্যপূর্ন উৎপাদন ও বন্টন নীতির বাস্তবায়ন, জনশক্তিকে অধিক কর্মমূখী করতে নতুন শিল্প কারখান চালু, চাল-তেলসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উর্ধ্বগতি রোধ করাসহ সকল প্রকার মুনাফাখোরী ও সুদভিত্তিক অর্থনীতি পরিহার করা । দেশের মানুষ মনে করে এগুলো অর্জনের মধ্যে দিয়ে দেশের মানুষের প্রত্যাশার পথে অগ্রগতি সাধিত হবে। দেশের নিরাপত্তা বিধানে এবং একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতিতে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্যে সরকারসহ সর্বস্তরের জনগনকে এ সকল কার্যক্রমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়ে দেশকে সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে করতে হবে মুক্ত। তবেই দেশ এগিয়ে যাবে সমৃদ্ধির পথে, আনবে বয়ে সুনাম, জাতি পাবে মুক্তি।

শেখ হুমায়ুন কবির
৬০/সি,(২য় তলা) পুরানা পল্টন, ঢাকা
সফর্যঁসর্ধঁহ@ধযড়ড়.পড়স